সানরাইজ ফিল্মস-এর

শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক

পরিবেশক

নন্দন পিকচার্স লিঃ

সানরাইজ ফিল্মসের নিবেদন—

শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক

পরিচালনায় : নীরেন লাহিড়ী

কাহিনী ও চিত্রনাট্য : নিতাই ভট্টাচার্য্য গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

সঙ্গীত পরিচালনা : অনুপম ঘটক

চিত্র গ্রহণ ...	বিজয় ঘোষ	মঞ্চ সজ্জা ...	সুধীর খান
শব্দ ধারণ ...	জগন্নাথ চ্যাটার্জ্জি	রূপ সজ্জা ...	বসির আমেদ
সম্পাদনা	সন্তোষ গাঙ্গুলী	ব্যবস্থাপনা ...	তারক পাল
শিল্প-নির্দ্দেশ ...	সৌরেন সেন		

*** সহকারীবৃন্দ ***

পরিচালনায় ...	সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	মঞ্চ সজ্জায় ...	জগবন্ধু সাউ
	সতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	রূপসজ্জায় ...	বটু গাঙ্গুলী
চিত্র গ্রহণে ...	দিলীপ মুখার্জ্জি		রমেশ দে
	বৈদ্যনাথ বসাক	ব্যবস্থাপনায় ...	সুবোধ পাল
শব্দ ধারণে ...	শৈলেন পাল	আলোক নিয়ন্ত্রণ ক'রেছেন	
	ধীরেন কুণ্ডু		সুধাংশু ঘোষ, অমূল্য দাস
সম্পাদনায় ...	রমেশ ঘোষ		নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ।

*** ন্যাশন্যাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে গৃহীত ***

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত

স্থিরচিত্র-গ্রহণ : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

পরিবেশক : নন্দন পিকচার্স লিঃ

৬৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট কলিকাতা—১৩

★ ★ ★ এক নিমেষে তাসের ঘরের মতো মীণার স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিলো সেদিন তার জন্মদিনে। নিজের দেওয়া উপহারের মালাটি গৌতম তার গলা থেকে ছিঁড়ে ফেলে ঝড়ের মতো দীপার হাত ধরে তাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো—তাকে নীচ, মিথ্যাচারিণী ব'লে। মীণার মুখে সুরবালার বিষোদ্গারের প্রতিবাদে কোন কথা যোগায় নি তখন—তাই। তার মনের প্রকৃত কথাটি ধ'রতে গৌতম কি করে যে সেদিন এতো সহজে ভুল করলো!

মার কথাগুলি আজো মীণার বুকে বিঁধে আছে। —"বংশমর্য্যাদাহীন গরীব কেরাণীর ছেলের এতোদূর বেইমানী! আশ্রয়দাতা মনিবের মেয়েকে ভোলাবার দুঃসাহস! বামন হ'য়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়াবার আস্পর্দ্ধা!—"

সেই গৌতম আজ ফিরে এসেছে। পাঁচ বছর পরে বোন দীপার হাত ধ'রে ফিরে এসেছে—প্রতিষ্ঠা, মর্য্যাদা আর অতুল বৈভব নিয়ে। মীণার বাবা হরিশঙ্কর চৌধুরীর নামকরা শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্কের আজ সে-ই সব চেয়ে বড়ো সম্মানিত আমানতদার।

সহরের খ্যাত প্রতিষ্ঠান জি, নারায়ণ এণ্ড কোং'র তরুণ কৃতী মালিকের কাছে হাসপাতালের জন্যে চ্যারিটির টিকিট বিক্রী করতে গিয়ে মীণা আবিষ্কার করে—সে পরিচয়টা গৌতমেরই।

কিন্তু আজ আর কি মীণা তার মনের কথাটি তাকে বলবার সুযোগ পাবে?—তার বাবা পাঁচ হাজার টাকা চাঁদা দিয়েছেন শুনে সে-ও বুঝি দম্ভভরেই সমান অঙ্কের চেক দিয়ে বসলো। তাই মীণার ভয় হয় আজ বুঝি সে সেদিনকার আঘাত ফিরিয়ে দিতেই এসেছে!

গৌতম-দীপা কিন্তু সহজ ভাবেই যেন তার মা-বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসে—আবার ক্রমে ফিরে আসে আগেকার সম্বন্ধ। হরিশঙ্করবাবু এগিয়ে আসেন তাদের ফিরে পাওয়ার আনন্দে, সুরবালা আসেন তাঁর পুরানো আভিজাত্য গর্ব্ব নিয়ে।—শিবশঙ্কর আর দীপা আবার মিলিত হয় একান্তে তাদের ফুলের বাগানে—আগেকার দিনের মতো, হয়তো আগেকার দিনের কথাই বলে তারা। গৌতম-ও আবার সে দিনের মতোই লুকিয়ে মীণার গান শোনে—আজ সে গানের ভ্রষ্টলগ্নের সুর বুঝি তাকে উন্মনা-ও করে।

কিন্তু রামশঙ্কর আবার ডেকে আনলো দুর্য্যোগের মেঘ। হরিশঙ্করের এ পক্ষের ছেলে রামশঙ্কর—সুরবালার গর্ভজাত, মীণার সহোদর। সে যেন এ বংশের বিপরীত—দায়িত্বজ্ঞানহীন, উচ্ছৃঙ্খল। পুলিন নামে এক প্রবঞ্চকের প্ররোচনায় আর তার সহকারিণী বেলার রূপ যৌবনের প্রলোভনে সে তার ব্যাঙ্কের শেয়ারগুলি গোপনে হস্তান্তর ক'রে ফেলছিলো। টের পেয়ে কেন কে জানে গৌতম নিজেই সেগুলি কিনে নিতে থাকে।

চরম ঘটলো যেদিন এই অবস্থায় রামশঙ্কর ব্যাঙ্কের লক্ষাধিক টাকা নিয়ে ফেরার হলো।

সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।—রামেশ্বরের পলায়ন, পুলিনের তার ওপর বাটপারি।—গৌতমের সেদিনকার তৎপরতা—পুলিশ কমিশনারকে টেলিফোন ক'রে পুলিনের গ্রেপ্তার, নিজের ব্যক্তিগত জামিনে দশ লক্ষ টাকার ঋণ সংগ্রহ— কোন অভিসন্ধির খেলায় চলছিলো বুঝি তার বোন দীপা-ও টের পায়নি!

মীণার আর এক জন্মদিন উপলক্ষে তখন উৎসবের আয়োজন চলছিলো। কিন্তু

অকস্মাৎ এ বিপর্য্যয়ে তার আগেই চৌধুরী পরিবারের সামনে সমস্যা দাঁড়ালো - ব্যাঙ্কের সব আমানতদারদের টাকা ফেরৎ দেওয়া কিম্বা ব্যাঙ্ক বন্ধ করে দিয়ে জোচ্চোর বদনাম কেনা। মীণা ভেঙ্গে পড়ে ভাগ্যের এ পরিহাসে, ভেঙ্গে পড়েন হরিশঙ্কর ও শিবশঙ্কর তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার ব্যর্থতায়। সব খুদ কুঁড়ো সংগ্রহ ক'রেও প্রয়োজনের একাংশও বুঝি মিটবে না!

জন্মদিন উৎসবে হরিশঙ্কর বিশেষ করেই গৌতম দীপাকে আমন্ত্রণ ক'রেছিলেন। কর্ম্মজীবন থেকে অবসর নেবার আগে ছেলেমেয়েদের সংসারী ক'রে যেতে চান। তাই সঙ্কল্প ক'রেছিলেন মীণার এই জন্মদিনেই সবায়ের বিবাহ ঘোষনা করবেন। ব্যাঙ্ক-প্রতিষ্ঠায় তাঁর দোসর, শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্কের নারায়ণ রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর প্রায়শ্চিত্ত তিনি বুঝি এই রকমই ভেবে রেখেছিলেন।

বুঝি তাঁর সব হিসেবেরই ওলট পালট হয়ে গেলো। ব্যাঙ্কের গেটের বাইরে অপেক্ষামান ক্রুদ্ধ জনতার হুঙ্কার। নিরুপায় হয়ে তিনি যখন ব্যাঙ্ক বন্ধ করবার নির্দ্দেশ দিচ্ছিলেন—গৌতম সহসা এসে দাঁড়ালো প্রতিবাদ করে! —গোপনে শেয়ার কিনে সে এখন ব্যাঙ্কের অর্দ্ধেকেরও ওপর মালিক, বন্ধ করা না করা এখন তারো ইচ্ছাধীন।

বিহ্বল হয়ে সবাই বৃথাই বুঝি আর মুখের দিকে চাইলেন তার অভিসন্ধি বুঝতে!

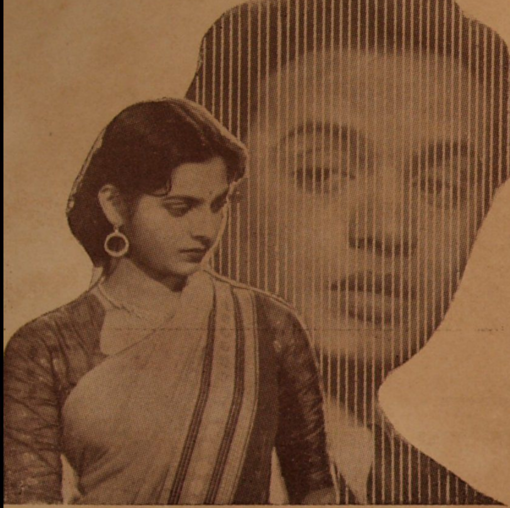

সঙ্গীত

মীণার গান—

নীল নীল তারা
ঝিলমিল করে আবেশে—
দোল দোল হাওয়া উতরোল ঐ
এলোমেলো কি যে ভাবে সে!
ঘুমঘুম ঐ পলাশের রাঙা
কুমকুমে মন ভরায়ে—
গুণগুণ সুরে রুনঝুন ঐ
নূপুরের বোল ঝরায়ে—
মধুকর বঁধু অভিসারে চলে
প্রিয়ারে বুঝিবা পাবে সে।
এ নিশি শান্ত, এসো হে পান্থ
পরাণ জানায় পিয়াসে—
বোঝাতে পারি না ভরা মন লয়ে
জেগে আছি আমি কি আশে।
জ্বল জ্বল দীপ বাসরের কোণে
বল বল কিছু বলো গো—
নিরিবিলি কোন নির্জনে আজি
দোঁহে মিলি যাই চলগো—
ক্ষীণ চাঁদ ঐ জেগে আছে দূরে
এখনি ডুবে যাবে সে॥

গান : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নেপথ্য কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

দীপার গান—

এতদিন পরে তোমার ও রথ
থেমেছে আমার দ্বারে—
বন্ধু আমার চিনেছি তোমারে
এসেছ কি অভিসারে!
তাই কি বাতাসে লেগেছে ছন্দ
ফুলে ফুলে ঐ জেগেছে গন্ধ
তুমি না জ্বালিলে প্রদীপ আমার
রবে যে অন্ধকারে।
তোমায় পাবার দুরাশা আমায়
আর ত কাঁদাতে চায় না—
সব ব্যথা মোরে ছেড়ে চলে যায়
সংশয় তবু যায় না!
আজ যে মাধবী মধুর রঙ্গে
জাগিছে প্রহর বঁধুর সঙ্গে
তারি মত আজ বাঁধিব তোমায়
প্রণয়ের মণিহারে॥

গান : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নেপথ্য কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

মীণার গান—

কি খেলা খেলেছি
হায়গো আগুন লয়ে—
কে জানিত আগে সেই সে ফাগুন
কাঁদাবে শ্রাবণ হয়ে!
যে হাওয়া আমার প্রদীপ নেভায়
নয় সে দখিনা নয়—
তারে ঝড় বলে মনে হয়—
আজ কাঁদি আমি মর্ম্মে আমার
এ কোন আঁধার র'য়ে॥
না বলা যে কথা ব্যাকুলতা আনে মনে—
ঝরাপাতাদের মর্ম্মরে শুধু
সুর হ'য়ে বাজে বনে!
যে ফুলে সেদিন গেঁথেছিনু মালা
খেলাছলে শুধু হায়—
আজ সে কাঁদাতে চায়—
একি অভিমানে হাসি ভুলে বাঁশী
কাঁদে যেন র'য়ে র'য়ে॥

গান : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
নেপথ্য কণ্ঠ—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

‘শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক’-এর
রূপায়ণে রয়েছেন—

উত্তম কাবেরী
অনুভা বসন্ত
ছবি বিশ্বাস ঃ ছায়া দেবী
নীলিমা ঃ মিহির
সবিতাব্রত

ডাঃ হরেন, ধীরেশ বন্দ্যোঃ
উপেন গাঙ্গুলী, আশীষ মুখার্জ্জী
অনুপকুমার ও অনেকে....

নন্দন পিকচার্সের পরবর্ত্তী আকর্ষণ—

—সানরাইজ ফিল্মসের—

উত্তমকুমার - মালা সিংহ অভিনীত—

পুত্রবধূ

অন্য প্রধান অংশে : ছবি বিশ্বাস, চন্দ্রাবতী, সবিতা চট্টোঃ,
শুভেন, মীরা রায়, আশীষ মুখার্জ্জি

পরিচালক	কাহিনী	সঙ্গীত
চিত্ত বসু	সলীল সেনগুপ্ত	রাজেন সরকার

নন্দন পিকচার্স (প্রাইভেট) লিঃ (৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
জুবিলী প্রেস (১৫৭এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) কর্ত্তৃক মুদ্রিত